প্রথম আলো

তারিখ ... APR 23 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শতবার্ষিকী

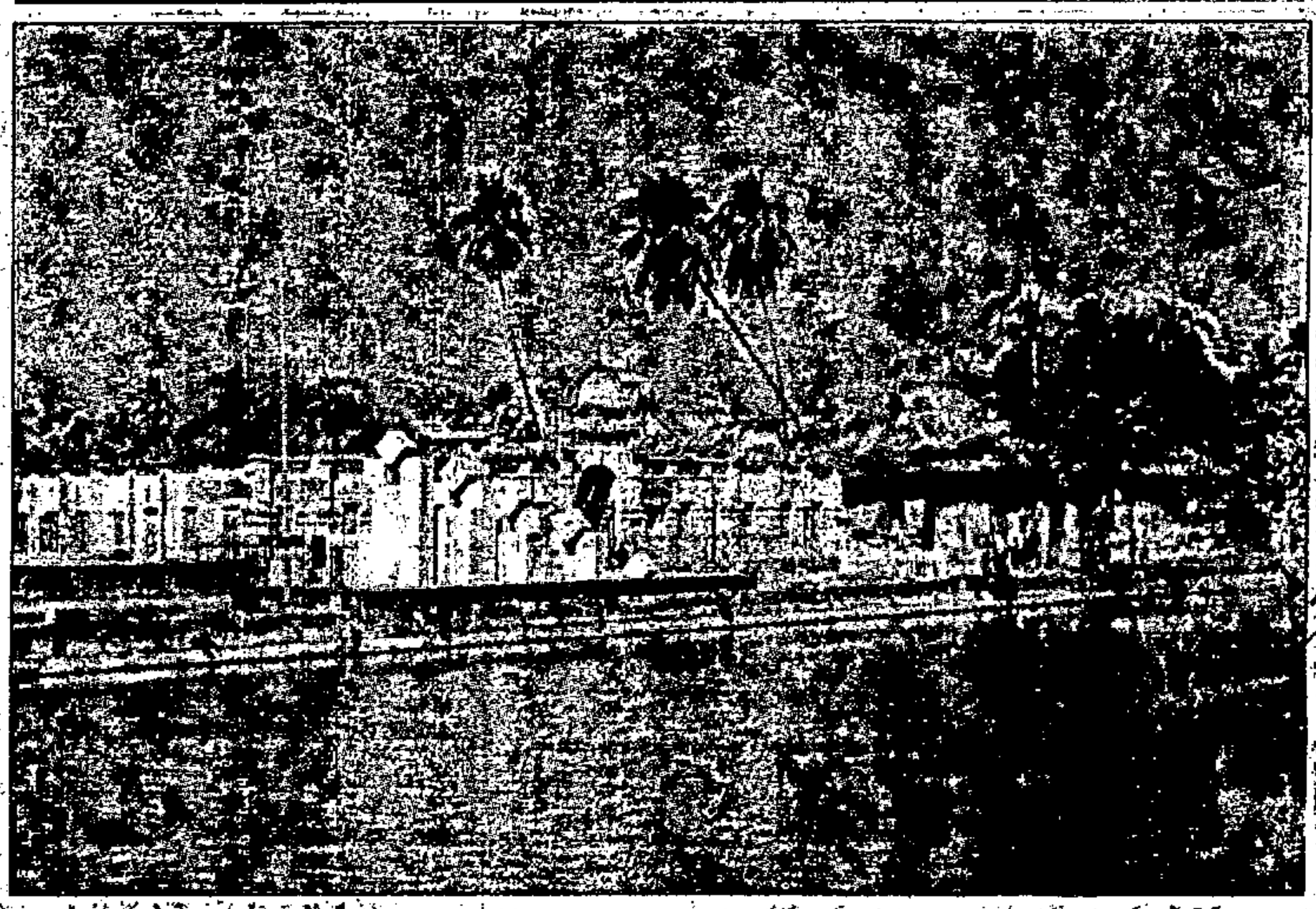

ভিক্টোরিয়া কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার ভবন — প্রথম আলো

ভিক্টোরিয়া কলেজের শতবর্ষ পূর্তি হবে ২৪ নভেম্বর, কাল থেকে অনুষ্ঠানমালা

নাসির উদ্দিন, কুমিল্লা

কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বয়স ১০০ বছর পূর্ণ হবে আগামী ২৪ নভেম্বর। কলেজের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামীকাল ২৪ এপ্রিল থেকে আগামী ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত সাত মাসব্যাপী নানা অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে।

কাল সকাল ৭টায় কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার সামনে শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে আয়োজিত হবে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। এরপর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দ চন্দ্র রায়ের বাড়িতে স্মৃতিতর্পণ। বিকেলে কলেজ প্রাঙ্গণে আনন্দ চন্দ্র রায়, প্রথম অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ রায় ও অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খানের ওপর স্মারক বক্তৃতা হবে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হবে। ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সমাপনী অনুষ্ঠান। এছাড়া কলেজের ছাত্রছাত্রী ও ছাত্র সংসদ সাত মাস ধরে অন্যান্য অনুষ্ঠান উদযাপন করবেন কলেজ অধ্যক্ষ মোঃ ফজলুল কবিরের নেতৃত্বে।

১৮৯৯ সালের ২৪ নভেম্বর একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু হয় ভিক্টোরিয়া কলেজের। জেলার লাকসামের তৎকালীন বিশিষ্ট জমিদার রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র রায় এ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৬ সালে আনন্দ চন্দ্র রায় কুমিল্লা শহরে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন 'রায় এন্ট্রান্স স্কুল'। ১৮৮৮ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী জয়ন্তী স্মারক স্মৃতি হিসেবে তিনি স্কুলটির নামকরণ করেন ভিক্টোরিয়া স্কুল এবং ১৮৯৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের পর স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। যদিও ভিক্টোরিয়া স্কুলটি একটি বেসরকারি স্কুল হিসেবে আজও টিকে আছে ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার পাশেই। ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটির অবস্থা এখন খুব ভালো নয়।

১৯৪৭-এর পর কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৬৪ সালের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি এ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। শহরের কান্দিরপাড় সংলগ্ন রানীর দীঘিরপাড়ে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা এবং শহরের পশ্চিমাংশের ধর্মপুর ও দৌলতপুরের মাঝামাঝি অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ডিগ্রি শাখা। ১৯৬৮ সালের ১ মে কলেজটি জাতীয়করণ হয়। ১৯৮৪-৮৫ সালে কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত এখানে নাইট শিফট চালু ছিল। ১৯২৯ সালে এ কলেজে প্রথম সহশিক্ষা শুরু হয়। এ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পরবর্তী সময়ে অধ্যক্ষ রাধা গোবিন্দ নাথ, ড. আখতার হামিদ খান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদার রশীদ, প্রফেসর আজিজুর রহমানসহ বহু নামকরা শিক্ষাবিদ এখানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ডিগ্রি শাখায় বর্তমানে ১৮টি বিষয়ে সম্মান ও মাস্টার্স চালু রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শাখার ছাত্রদের রয়েছে তিনটি ছাত্রাবাস এবং ডিগ্রি শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে দুটি হল।

ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কলেজটির সমস্যা অনেক। মোট ১৪০ জন শিক্ষক পদের মধ্যে শূন্য ৩১টি। এর মধ্যে অধ্যাপকের ছয়টি, সহযোগী অধ্যাপকের ১৭টি, সহকারী অধ্যাপকের সাতটি এবং একটি প্রভাষকের পদশূন্য। কলেজের দুটি শাখারই গ্রন্থাকারিক নেই। ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় বই নেই। হল ও ছাত্রাবাসের সংকট প্রবল। পরিবহনের সংকটে ছাত্ররা বাদুরঝুলা হয়ে কলেজে যাতায়াত করে। শ্রেণীকক্ষ ও ভবন সংকটের কারণে যেকোনো পরীক্ষার জন্যই কলেজ বন্ধ করে দিতে হয়। শুধু পরীক্ষার কারণে ১৯৯৮ সালে ১৮৫ দিন কলেজ বন্ধ ছিল। এছাড়া মিলনায়তন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, খেলাধুলার সামগ্রী, ছাত্র সংসদ ভবন, সেমিনার কক্ষসহ অসংখ্য শূন্যতা এখন ভিক্টোরিয়া কলেজে।

ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন 'ওল্ড ভিক্টোরিয়ান্স' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৩ সালে। সংগঠনটি ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে কলেজের শতবর্ষপূর্তি উদযাপনের। এজন্য ইতিমধ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। ওল্ড ভিক্টোরিয়ান্স-এর বর্তমান সভাপতি সাবেক সচিব এ এইচ এম মোফাজ্জল করিম এবং সাধারণ সম্পাদক সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা এম শহিদউল্লাহ ভিক্টোরিয়া কলেজের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।